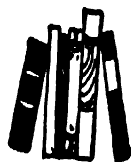
নূতন সংস্করণ ঃ
৭ই ফাল্গুন, ১৩৬২

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬



উৎসর্গ

হুমায়ুন কবীর

বন্ধুবরেষু



সূচীপত্র

অনুবাদ

কাঠের সিঁড়ি



চওড়া কাঠের সিঁড়ি গেছে উঠে,
ঘুরে ঘুরে অনেক উঁচুতে।
ধাপগুলো মোড়া কার্পেটে,
পুরানো নয়,
কিন্তু উজ্জ্বলতাও তার নেই।

সিঁড়ির একটি বাঁকে
টুলের উপর বসে থাকে সশস্ত্র প্রহরী।
বসার ভঙ্গি তার কঠিন,
মুখ নির্বিকার।
যেন পাথরে কোঁদা।

সারাদিন সে থাকে বসে,
যে কাঠের সিঁড়ি ওপরে গেছে উঠে,
তারই একটি বাঁকে।

সিঁড়ি দিয়ে কচিৎ একটি আধটি লোক নামে,
ভারী গম্ভীর আওয়াজ ক'রে,
ঝলমলে উর্দিপরা
বেয়ারারা নামে ওঠে মাঝে-মাঝে।

সম্রাট

শুধু প্রহরী থাকে বসে,
আর কাঠের টবে
একটি 'পামে'র চারা
তার সবুজ পাখার মত
পাতা বিছিয়ে থাকে।

বিশাল বাড়ির মোটা দেওয়াল ভেদ করে'ও
বাইরের আওয়াজ এসে পৌঁছায় ;
ট্রামের ঘর্ঘর,
আর নগরের অস্পষ্ট গুঞ্জন।
আর রোদের আলো,

জানালার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে
ফিকে হয়ে গ'লে আসে।

পোষাকের তলায় প্রহরীর বুক কি
ধুক ধুক করে ?
'পামে'র চারার পাখা কি নড়ে ?
বলা যায় না।

যে বিশাল সিঁড়ি আকাশের দিকে
চেয়েছে উঠতে,
তার তলায় তারা বসে থাকে ;—
কাঠের টবে 'পামে'র চারা
আর কাঠের টুলে
সশস্ত্র প্রহরী।
তবু হতাশ আমি হই না।

কাঠের সিঁড়ি

জানি,—'পামে'র চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য।

কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না।

কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে

স্তব্ধ হয়ে;

একদিন তার স্থানুত্ব যাবে ঘুচে।

শুধু কাঠের সিঁড়ি

কোন দিন পৌঁছাবেনা আকাশে।

পুরাতন নাম



শিরিষের ফুল প'ড়ছে ঝ'রে।
আজকে আমায় সেই নামে ডাকো,
—পুরাতন সেই নাম।
শিরিষের থোপা থোপা ফুল পড়ছে ঝ'রে,
ফুল নয় যেন সুগন্ধি হাওয়ার ফেনা।

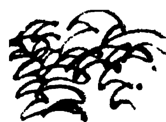
আজকের দিন হয়ত নূতন,
কিন্তু আমরা ত পুরাতন;
—আমরা আর এই পৃথিবী,
আর এই কঠিন রুক্ষ শিরিষ,
ঘুমের মত ফুল যার কোমল।
আমাকে সেই পুরানো নামে ডাকো,
আর শিউরে উঠুক আনন্দে
অনেক আগের সেই বসন্ত,
যা আছে আমার ভেতরে।

শিরিষের কঠিন বাকলের
তলায় ছিল বসন্ত,
—বহু যুগ আগের বসন্ত;
পুরাতন কোন ডাকে সেই দিয়েছে আজ সাড়া,
আর তার সুরভিত উত্তর
পড়েছে পৃথিবীতে বিছিয়ে।

পুরাতন নাম

সে নাম কি সত্যি গেছ ভুলে ?
—পুরাতন সেই নাম !
শুধু রুক্ষ কঠিন বাকল,—মরা বাকল থাকবে ঘিরে
শিরিষের মত উঠবে না আর উথলে
গহন মনের বসন্ত,
—বহুযুগ আগের বসন্ত
উচ্ছ্বসিত ফুলের ফেনায় ?

বাঘের কপিশ চোখে



বাঘের কপিশ চোখে
আমি দেখি জঙ্গলের ছায়া।
গরাদের ওধারেতে বাঘ
শুয়ে আছে গভীর আলসে ;
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে
অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মত
দুর্বোধ জগৎ,
—অনেক, অনেক চোখ, অনেক অনেক মুখ
আর তীব্র নরমাংস-ঘ্রাণ ;
শোনে আর কোলাহল দারুণ দুঃসহ।

দুর্বোধ দৃষ্টিতে তার
আমি দেখি টেরাই-এর জঙ্গলের ছবি।
—উদ্ভিদের নিঃশব্দ সংগ্রাম
নির্লজ্জ ভয়াল,
কাঁটায় কাঁটায় দ্বন্দ্ব, শিকড়ে শিকড়ে,
মহীরুহ রুদ্ধশ্বাস লতিকার মৃত্যু-আলিঙ্গনে ;
শিশু-তরু পায়নি আকাশ,
তবু নহে কৃপার কাঙ্গালী ;
বনস্পতি সাথে যোঝে দয়াহীন মৃত্যুর সংগ্রামে।

বাঘের কপিশ চোখে

কটুগন্ধ বাষ্পভারে মূর্চ্ছিত বাতাস,
আকাশ আচ্ছন্ন পত্রজালে,
তারি মাঝে সঞ্চরণ
নিঃশব্দ বিক্রমে ঃ
সহসা বিদ্যুৎ-গতি, বজ্ররব, তীব্র আর্তনাদ,
নখ-দন্ত আস্ফালন,
কি উল্লাস নির্লজ্জ হিংসার !
কি মুহূর্ত মৃত্যু-ঝলকিত !
স্বাদ তার ভুলে গেছে বুঝি
গরাদের ওপারেতে বাঘ।

গরাদের ওপারেতে বাঘ
হাই তুলে অকস্মাৎ দেয় গড়াগড়ি ;
কি দুর্বল ভঙ্গিমাটি তার !
জুতোর ফিতেটা গেছে খুলে,
নীচু হয়ে সযতনে বাঁধি।

জানি আমি এতক্ষণে
বাঘের কপিশ চোখে নাই,—
এ অরণ্য 'টেরাই'-এর নয়।
সেথা হিংসা বর্ণহীন ক্ষুধা,
বস্তুর প্রবাহ-চক্রে মৃত্যু শুধু দ্বার।

সম্রাট:

স্রোতোহীন চেতনার, গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে,
অনেক প্রাচীরে ঘেরা,
অনেক্ শৃঙ্খলে জোড়া,
নগরের ছায়া গেছে নেমে,
নেমে গেছে অরণ্যে আরেক—
সে অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা সৃজিয়াছি।



সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে ;—
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাসান থেকে বাদক্‌শান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান ;—
শ্রান্ত উটের পায়ে, পায়ে, যেখানে উড়েছে মরুর বালি
চমরীর খুরে লেগেছে বরফগলা কাদা !

বাদক্‌শানের চুনি আর খোটানের নীলার
নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,
ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,
লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথ :—
লাদকের কস্তুরির গন্ধ যেখানে আজো
আছে লেগে
পুরানো স্মৃতির মত।

সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি ;—
আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল-করা
দুধারের দীর্ঘ দেওয়ালের
শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায় ছায়ায় সঙ্কীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মত ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো।

ভাঙা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,
ঝিলমিল দেওয়া বাতায়নের নীচে থমকে-থামা,
ধূপের গন্ধে সুরভি, দেবায়তনের দ্বারে
ভূমিষ্ঠ হওয়া পথ।

ভয়ে ভয়ে স্মরণ করি সে পথ ;—
—ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ
সঞ্চরণের 'ঠৌরি' ;—
যুগযুগান্ত ধ'রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম
পায়ে মাড়ান।
যে পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়-চকিত মৃগ ;
অন্ধকারে শাণিত চোখ চমকায়।
যে পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্বার তাতার-বাহিনীর অশ্বক্ষুর-বিক্ষত ;
করোটি-কঠিন যে পথে
তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।

স্বপ্ন দেখি সে পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে ;—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি !

আমরা যাইনি যুদ্ধে



দিগন্ত বিক্ষত সেথা জ্বলন্ত নখরে,
রাত্রির তিমির-প্রান্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়
আকাশ 'শেলে'র তীক্ষ্ণ শিষে কাঁপিতেছে,—
অতর্কিত বিস্ফোরণ !

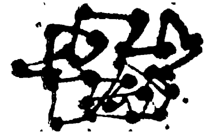
মৃত্তিকার ঘ্রাণ-স্নিগ্ধ পরিখার মাঝে
মৃত্যুর প্রতীক্ষারত সৈনিকের বুকে শুধু বুঝি,
স্তব্ধতা গভীর ;
অলস মধ্যাহ্ন-স্বপ্ন
শান্ত কোন দূর আকাশের।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল
'শেল'-ছিদ্র পথে !

আমরা যাইনি যুদ্ধে,
শব আর মানুষের মাঝখানে
জানি নাই কম্পিত মুহূর্ত।
তবু বারুদের গন্ধ এখানের
বাতাসে কি নাই ?
অতর্কিত বিস্ফোরণে
বিদীর্ণ মুহূর্তগুলি জ্বলে।

* * *

একটি স্বপন নাই
মৃত্যুর নগ্নতা ঢাকিবার।

ছাদে যেওনাক



ছাদে যেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন !
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

তার চেয়ে এস বসি দুজনাতে, জানালা পাশে,
ওধারের ছোট গলিটিরে দেখি,—গ্যাসের আলো,
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে,
শুনি নগরের মৃদু গুঞ্জন, লাগিবে ভালো।

তার পরে চাই তোমার নয়নে, তুমিও চেও ;
—ঘরের বাতিটি জ্বালা হয় নাই আধো আঁধার।
যা দেখিব তার বেশী যেন সেথা, কি রয়েছে ও
মনে হবে যেন চোখের সাগর, সেও অপার।

যদি খুশী হয়, কাছে সরে এসো, বাড়ায়ে হাত
হাতটি ধরিও, আর মাথাটিরে হেলায়ে দিও ;
সুবাসিত চুল, সেই হবে মোর গহন রাত,
কপালের টিপে পাব প্রিয়তম তারকাটিও।

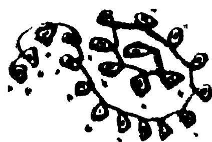
ছাদে যেওনাক

নিকট পৃথিবী ঘিরে থাক, আর যা কিছু চেনা,
তাই দিয়ে রাখি শূন্য আকাশ আড়াল করি' ;
মুহূর্তগুলি মন্থন করি' উঠে যে ফেনা
তাহারি নেশায় সব সংশয় রব পাশরি'।

সীমাহীন ধাঁধা ধূ-ধূ করে সখি উপরে নীচে,
রচ নিরন্ধ্র গাঢ় চেতনার ক্ষণিক নীড় ;
স্বপ্নহরণ মহাকাশ হোথা নিঃশ্বসিছে,
এই ক্ষণ-সুখ-প্রত্যয় তাই হোক নিবিড়।

ছাদে যেওনাক সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন !
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

বিনিদ্র



ঘুমহীন রাত।
পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর,
সুমের, মেম্ফিস্, উর, নিনেভে, ওফির,
মরুর বালুকালুপ্ত গাঢ় ঘুম
কত নগরীর ;
—অন্ধকারে আজো তার ঢেউ।

অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদ
উপবাসী চোখের পাতায়!
হিমেল মেরুর ঘুম তুহিন শীতল,
ডোবা জাহাজের ঘুম অতল গহন।
—আমি নিদ্রাহীন!

বিস্ফারিত কোটি চোখে আকাশের শাণিত জিজ্ঞাসা
করিছে জর্জর।
ধরণীর আশ্বাসের অরণ্য মর্মর
—তাও স্তব্ধ।

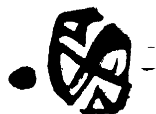
চেতনা-সীমান্তে ভীরু স্বপ্নের কুয়াসা
না জাগিতে অমনি মিলায়,
চিতা-ব্যগ্র ভাবনার অস্থির সঞ্চারে
সচকিত শশকের মত।

বিনিদ্র

স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি ;
অবিরাম অশ্বক্ষুর-ধ্বনি
কাল-প্রহরীর।

—কতদূর হ'তে আসে
নিভায়ে নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ,
কত পথ মুছে মুছে,
চির-মৌন হিমরাত্রি বিছায়ে বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল-তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের
প্রান্তরে প্রান্তরে।
সে দুঃসহ ধ্বনি হ'তে কোথা পরিত্রাণ ?
ঘুম কই ?

অবতারণা



নাই ফুল, শস্যের মঞ্জরী।
বিস্ফোরণে বিদীর্ণ মৃত্তিকা
উদ্‌গারিছে বিষ বাষ্প ;
—আজ শুধু বাতাসে বারুদ .

শতাব্দীর দ্বিতীয় প্রহর,
বিধাতার রোষ-বজ্রে কাঁপে থর থর ;
একি যুগান্তর ?

দুঃস্বপ্ন-মথিত রাত্রি
আরো কতবার,
মানুষের ইতিহাস করি' অন্ধকার
এল, গেল চলে।
সূর্যোদয় ধন্য হবে বলে',
অকাতরে কত রক্ত বৃথা হ'ল পাত ;
শুভ্র জ্যোতি পবিত্র প্রভাত
আজো কই দিলনাত দেখা!
—দেবে কি কখনো ?

মনে হয় বুঝি বৃথা আশা,
মানুষের প্রভাত-পিপাসা
নয় মিটিবার।
লোভ, হিংসা, ঘৃণার তাণ্ডবে,
মৃত্যু-গাঢ় অন্ধকারে
অলক্ষ্যে পড়িল শেষ ছেদ ;
সাঙ্গ মানুষের পরিচ্ছেদ।

অবতারণা

পৃথিবীর গভীর পঞ্জরে,
কত দিগ্বিজয়-স্মৃতি
লুপ্ত স্তরে স্তরে,
কত জীব-বাহিনীর ;
মৎস্য, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ,
বারবার মুছে দিল প্রলয়-প্রবাহ,
নব অবতারণার লাগি ;
দেবে আরবার।

তারপর মন্বন্তর শেষে,
জ্যোতিষ্মান অবতার
দেখা দেবে কি নূতন বেশে,
—তারই ছবি,
ভাবে বসি অভিশপ্ত মানুষের কবি।

মাঠের শস্য গৃহে এল—
তার স্তোত্র রচনা কর কবি।
মানুষ ও পশু, আনন্দের বোঝার ভারে
নত হ'য়ে এল
গৃহে ফিরে,
মরাই বোঝাই হ'ল।
মানুষ আরেকবার মৃত্তিকাকে দোহন করলে,
পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে
ভারতে,...ফ্রান্সে,...নীলনদীর তীরে,...কানাডায়,—
মৃত্তিকা মানুষকে অর্ঘ্য দিলে।
কেউ দিলে মমতায় মাতার মত আপনা হ'তে,
কেউ অনিচ্ছায় কৃপণের মত দিলে মানুষের পীড়নে,
সলজ্জ প্রিয়ার মত কেউ নিজেকে গোপন রেখেছিল
এতটুকু ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

তবু সব মৃত্তিকাই দান করল ;—
মরুপ্রান্তের নির্মম বালুকাভূমি আর উচ্ছলিত-সুধা
নদী-কূল-ভূমি,
গিরিবেষ্টিত উপত্যকা আর
সমতল প্রান্তর,
কালো ও রাঙা মাটি,
কঠিন ও কোমল,
যুবতী ও বৃদ্ধা।

শস্য-প্রশস্তি

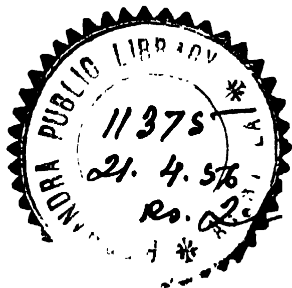
শস্যের চির-নূতন জাতকের পুনরাবৃত্তি কর কবি।
সবল পেশী ও শাণিত লৌহ-ফলকের
মিলিত প্রয়াসে
মৃত্তিকা বিদীর্ণ হ'ল কবে,
ভূগর্ভের অন্ধকারে বীজের কারা বিদীর্ণ ক'রে
কবে শিশু-তরু বাহু বাড়াল আকাশের সন্ধানে,
কবে মেঘ দিলে বৃষ্টির আশীর্বাদ, সূর্য আলোকের
আর উত্তাপের,

মাটি ও আকাশ জীবন-রসের,
কবে ধরণীর লজ্জা দূর হ'ল, স্নিগ্ধ শ্যামলতার আবরণে,
আর আবার কবে মানুষ ধরিত্রীকে নিঃস্ব
নগ্ন করে রেখে গেল।

মাঠ থেকে শস্য এল গৃহে—ধান্য ও যব, গম ও
ভুট্টা, জোয়ারি……
মৃত্তিকা ও মেঘ, সূর্য ও বায়ুর
মিলন সার্থক হ'ল।
আকাশের আলো স্তিমিত হ'য়ে এল শ্রান্ত মানুষ
ও পশুর সঙ্গে
আনন্দের অবসাদে।
সর্বস্ব রিক্ত প্রান্তরের নিঃশব্দ হাহাকারের ওপর
রাত্রি বুলালে অন্ধকারের সান্ত্বনা।

কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগবে, শস্য বহনের আর বিতরণের
আর হায়, লোভের সংগ্রাম।
আজ শান্তি!

মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,
পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়।
সমস্ত ভাবীকালের ইতিহাসে,
মানবের কীর্তিকাহিনীর তলায় অদৃশ্য অক্ষরে
এই শস্যের আগমনী লেখা
থাক্‌বে না কি ?



কোন দূর বনে



বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি
কোন দূর বনে ;
এখানে বাতাসে ভিজে ঘ্রাণ।
এখানে বাতাসে কোমলতা !

অনেক লোকের ভীড়
অনেক কাজের ভীড়
জীবনের জটিল জটলা,
তবু যেন মনে হয়
থেকে থেকে কোথা হ'তে
ভেসে আসে স্মৃতির সৌরভ !

নগরের পথ-পাশে
দেখেছ বেড়ায় ঘেরা
বন্দী গাছ শ্রীহীন, কাতর
সহসা সে কি সাহসে
একদিন মৃদু হেসে
দুটি ম্লান ফুল তুলে ধরে !

উদাসীন নগরের
কল্লোল যায় না থেমে
জনস্রোত তেমনই প্রখর,
তবুও কি তার মাঝে
কোন এক পথিকের
ক্লান্ত চোখে নামে না স্বপন ?

সম্রাট

মনে পড়ে, মনে পড়ে,
কোথায় অরণ্য ছিল
সুবিশাল, গহন, গভীর ;
সোনালী রোদের সুরা
পান করে ধরণীর
প্রসারিত সবুজ রসনা ।

মনে পড়ে কালো মেঘ,
উদ্দাম বায়ু-বেগ
মনে পড়ে তুফানের রাত ।
তারপর সে স্বপন
কখন যে ভেঙে যায়
ঠেলে চলে জনতার স্রোত ।

অনেক কাজের ভীড়
অনেক লোকের ভীড়
ভাবনার জটিল জটলা ;
তবু যেন মনে পড়ে
কোথায় অরণ্য ছিল,
ছিল রৌদ্র-বৃষ্টির উৎসব !

বহুদূর বনে কোন
বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি
এখানে বাতাসে কোমলতা !



সাগর পাখীরা সব উড়ে যায়।
সাগর পাখীরা সব উড়ে যায়।

আকাশে মেঘের সর,
চাঁদ ভাসে তার পর।
গহন গভীর জল উথলায়!

সাগর পাখীরা সব উড়ে যায়,
রজনী শিহরে সেই ডানা-ঘায়।

জ্যোছনা পাখায় কাঁপে
কালো জল ছায়া ছাপে;
সে ছায়াও পলকে মিলায়।

সাগর পাখীরা সব কোথা যায়?
আকাশ পারের কোন্ সে কুলায়!
মেঘেরা কি তাহা জানে,
চাঁদ কি সে-কথা মানে?
বৃথাই অতল জল উছলায়।

সাগর পাখীরা উড়ে চলে তাই,
আকাশের কোন খানে সীমা নাই।
চাঁদের নয়নে জল
মেঘমায়া ছল ছল
সিন্ধু সে উতলা সদাই।

দীপ নিভে গেছে, নিভেছে রাতের তারা
বসন্তসেনা একা বাতায়নে জাগে।
স্বপ্ন-মদির নগরের নিঃশ্বাস
চাঁদের মতন পাণ্ডু কপোলে লাগে।

নগর ঘুমায়, চাঁদ ঢুলে পড়ে ঘুমে,
বিনিদ্র জাগে একা বসন্তসেনা ;
বিজন পথের পরে মেলি' ছুটি চোখ,
তারি তরে হায় যে পথিক ফিরিবে না !

বাতায়নে আর আকাশে অস্ত চাঁদ
নূতন দিনের শোনে বন্দনা-সুর,
দিগন্ত-বধূ যার অনুরাগে রাঙা
সেই বিজয়ীর পথ-পাশে পাণ্ডুর।

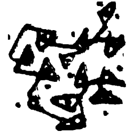
"রেখেছিনু ফুল—সে ফুল শুকায়ে গেছে,
আলো জ্বেলেছিনু—সে আলো হয়েছে ম্লান
আমি একা জাগি তারকার চেয়ে ধ্রুব
আমি একা জাগি—খদ্যোতিকার প্রাণ"।

"পথের বিপণি, দেউল হয়েছে কবে
হে পথিক তুমি পেলেনা বারতা তার,
তোমার আকাশে আলোকের সমারোহে
মিশে থাক তবু দ্যুতি এক তারকার।"

কোজাগরী

"নিশীথ-কুসুম ঝ'রে গেছে মোর আগে
তিমিরে অলীক স্বপন দেখেছে সেও।
তবু দিন-শেষে যদি কভু আসে রাত
বারেক একটি তারকার পানে চেও।"

আজ রাতে



বহুদূর তটে আজ শুনতে কি পাবে
সাগরের ঢেউগুলি বাজে ?
সাগরের ঘ্রাণ আজ
জানবে কেমন ক'রে
বাতাসেরে করেছে মদির।

জানো না অনেক তরী
নিয়েছে নোঙর তুলে,
বাতাসে ফুলেছে কত পাল ;
দিগন্তের তারকার
হাতছানি পেল কিনা
তারা কেউ করেনি বিচার।

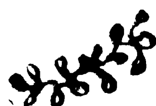
গহন বিবর হ'তে, গভীর কোটর হ'তে,
আজ রাতে বাদুড়ের মতো,
মিশ্‌কালো ডানা মেলে
যত সব সচকিত
ভাবনারা বার হ'য়ে ওড়ে।

সিন্ধু-সারস হায়
তার মাঝে নাই কোন,
জানেনা অতল লোনা স্বাদ ;
তাদের ডানার ছায়া
কখনো সাগর জলে
ছাপেনি তারায় ভরা রাত।

আজ রাতে

আজ রাতে সাগরের শুনতে পাবে না ডাক—
হৃদয়ের কোন দূর তটে ;
সাগরের ঘ্রাণ আজ
মুছে গেছে
মিশ্ কালো বাদুড়-ডানায়।

মৃত্যুত্তীর্ণ



নতমুখ, ক্লান্তপদ, নিরাশ্বাস মন,
—ফিরে আমি শেষকৃত্য করি সমাপন
ধূসর মলিন পথে ;
আকাশের আলো আসে নিভে।
সহসা পাখার শব্দে সচকিত ঊর্ধ্বে তুলি আঁখি ঃ
—সন্ধ্যার দিগন্ত পানে উড়ে চলে
দুই শুভ্র পাখী।
—সাগর-কপোত বুঝি !

সাগর-কপোত নয়,
মৃত্যুজয়ী স্বপ্ন আর আশা,
অক্লান্ত পাখায় বহি তৃপ্তিহীন আকাশ-পিপাসা
তিমির রাত্রির পারে চলে।

মৃত্যু-শোক-স্তব্ধ মনে, সে পাখার ধ্বনি,
শুনি চলে বিরাম বিহীন,
কূলহীন সাগরে সাগরে,
যুগান্তর হ'তে যুগান্তরে,
নভোসীমা করিয়া বিস্তার।
দুই নয় সংখ্যাহীন সূর্যদীপ্ত পাখা !
দিগ্বিদিক্ হ'তে মেশে ধবল বলাকা
আকাশ-সঙ্গমে।

মৃত্যুত্তীর্ণ

অগণন সে পাখার ঘায়
আকাশ সীমান্ত আরো
দূর হ'তে দূরে সরে যায়,
—আনন্দে বিস্তৃত।

ধীরে ধীরে মুছিলাম অশ্রুসিক্ত আঁখি ;
মৃত্যু-আলিঙ্গন-মুক্ত জানিয়াছি
তুই শুভ্র পাখী
উড়ে চলে গেছে যেথা,
অপরূপ ধবল বলাকা
সঞ্চালিছে জ্যোতির্ময় পাখা।

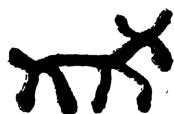
পুরাতন বীজ



অনেক আকাশ গেছে মরে,
খোলসের মত গেছে খসে ;
ডুবে গেছে অনেক পৃথিবী
বার বার প্রলয়-প্লাবনে।

তবু আজো পুরাতন বীজ
পৃথিবীতে মেলিছে অঙ্কুর,
—পুরাতন পর্বতের সাগরের অরণ্যের বীজ।
পুরাতন তারাগুলি
অজগর-কলেবরে চক্র-চিহ্নসম
খসে-যাওয়া খোলসের তলে
আবার উঠেছে ফুটে।

কোথায় ছাড়ায়ে যাবে
এ সৃষ্টিরে ?
নাই কোন পথ,
আমাদের প্রেম,—তারো
কোন মুক্তি নেই।



এই নেভালেম আলো ;
ঘরে এল তৃতীয়ার
চাঁদ-ছোঁয়া মদির আঁধার।
তুমি এস এইবার,
এ প্রতীক্ষা পূর্ণ করে,
হয়েছে সময়।

নয়নে এড়ায়ে এস,
পদপাত যাবে নাক শোনা ;
স্পন্দিত আঁধারে,
শুধু রক্তে যাবে জানা।
স্বপন-নিঃশ্বাস তব
পড়িয়াছে মুদিত নয়নে।

চুলগুলি নুয়ে-পড়া
ঘুমের ঝুরির মত
ছুঁয়ে থাক আতপ্ত কপোল
তোমার আঙুলগুলি
রহস্য-কোমল ঢেউ
হৃদয়ের তট-শেষে তোলে।

সম্রাট

পাতা-ঝরা অরণ্যের
পাদমূলে বাতাসের
মর্ম্মরের মত,
ক্ষীণ তন্দ্রাতুর স্বরে
কাঁপিবে চেতনা মোর
মূর্চ্ছার সীমায়।

চাঁদ-ছোঁয়া অন্ধকারে
নাই হ'লে শরীরিণী ;
স্বপ্ন-তনু স্মৃতি
আমারে ঘিরিয়া থাক
বাতাসে জড়ায়ে ওঠা
কুহেলিকা-সুরভির মত।

নীল দিন



কত বৃষ্টি হয়ে গেছে
কত ঝড়, অন্ধকার, মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে!
আমার হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব!

তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় নাক;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মত রোদ।

গলানো সোনার মত
রোদ পড়ে সব ভাবনায়;
সোনার পাখায়,
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে,
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

সম্রাট

এ নীল দিনের শেষে
হয়ত জমিয়া আছে
সূর্য-মোছা মেঘ, রাশি রাশি ;
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র,
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়েরে কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে,
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্তের ভুল,—
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হ'তে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিঃশ্বাসে জ্বলিতে ;
'ষ্টেপি'র দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হ'তে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায় ;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়

চৈতী

আমি ত এখানে বসে
তোমার স্বপন দেখি,
তুমি কি করিছ, জানি নাক'।
আমি ত মুহূর্ত-স্রোতে চলেছি উজান ঠেলে
যেখানে কাঁপিছে কাল রাত।

তোমার স্বপন দেখি
সে স্বপনে তুমি কতটুকু!
এক গুছি চুল,
কানের দুলের পাশে
নেমেছে শিথিল হয়ে
মেদুর মেঘের রাত থেকে।

আর লঘু অতি লঘু হাসি,
—শব্দ নয়;
মশলার দ্বীপ থেকে ভেসে-আসা গন্ধ-শ্বাস,
পলাতক, অপ্সরা-অস্ফুট।

কত যে সাগর আছে; কতদূর পৃথিবীর তটে
আছাড়িয়া পড়ে রাত দিন।
আমি জানি তার চেয়ে
উতল সাগর এক,
—তার মাঝে চেতনা বিলীন।

সম্রাট

টেবিলেতে স্তূপাকার   কত কাজ, কত যে ভাবনা!
পৃথিবী'ত মানে নাক'
পৃথিবী'ত জানে নাক'
কাল এক রাত এসেছিল!
কাজের কলম চলে; আমার হৃদয় চলে
মুহূর্ত-স্রোতের সাথে যুঝে,
যেখানে নিবিড় রাত
যেখানে গহন রাত
কাঁপে কাল
তোমার আমার।

সৌরভ



সমস্ত দিন তোমার সৌরভ আমায় ঘিরে আছে ;
ঝলক দিয়ে আসছে আমার মনে,
ভেসে যাচ্ছে আমার মনের আকাশে
শরতের সাদা মেঘের ফেনার মত।
—কিন্তু স্নিগ্ধ তা করে না,
তোমার সৌরভ !

তুমি কাল মাথা নুইয়ে দিলে
বুকের কাছে,
বললে,—দেখ না গন্ধটা কেমন ?
আমি ত তোমার চুলের গন্ধ পেলাম না,
ক্রীম কিংবা লোশনের।

গহন বনের অন্ধকারে—
চকিত মৃগ ঘুরে বেড়ায়
তারি কস্তুরির সুবাস,
—পেলাম তোমার পরম রহস্যের সৌরভ !
সে গন্ধ উঠ্‌ছে আমার বুকের ভেতর থেকে,
উঠছে আমায় নিয়ে—
অকূল শূন্যতায়।

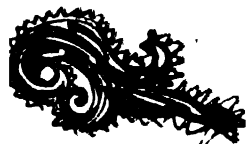
সম্রাট:

দুঃসহ আমার বেদনা,—
অনেক বন্ধনে জড়ানো
অনেক গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা জীবন
ছিঁড়ে যাওয়ার বেদনা
তবু বলি,—ছিঁড়ুক।

ছিঁড়ে যাক জীবনের ঘাটে বাঁধা নোঙর!
কূলহীন সমুদ্র, দিগন্তহীন আকাশ,
তুমিত আমার সে-ই!

তোমার সৌরভ আমায় নিয়ে যাক সেই শূন্যতায়,
যেখানে পথ আর কোন দিকে নেই,
যেখানে পরম নিষ্ফলতার
তীব্র মধুর হতাশা!

ঝড় যেমন করে' জানে অরণ্যকে



ঝড় যেমন করে' জানে অরণ্যকে
তেমনি করে' তোমায় আমি জানি!
দুরন্ত নদীর ধারা যেমন করে' দেখে আকাশের তারা
—সেই আমার দেখা।
স্থির আমি হই না,
আমার জন্যে নয় প্রশান্তির পরিচয়!

কেমন করে' আমি বোঝাই আমার ব্যাকুলতা!
বাতি দিয়ে কি হয় বিদ্যুতের ব্যাখ্যা?
সাগরের অর্থ মেলে সরোবরে?

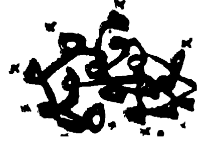
একটা মানে আছে পালিত পশুর চোখে,
আর একটা মানে বন্য শ্বাপদের বুকে;
বৃথাই এ দুই-এর মিল খোঁজা!
আমি থাকি আমার উদ্দামতায়;
চেওনা আমায় বশ করতে,
সহজ করতে।

কে জানে হয়ত আমার জানাই
সত্যকারের জানা!
দুলে না উঠলে আকাশের বুঝি
মানে হয় না,
পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে সত্য করতে হয়!

সম্রাট:

তুমি আমার আকাশ,
—আমার দুরন্ত স্রোতে কম্পমান
তোমার পরিচয় !
তুমি আমার অরণ্য !
আমার ঝঞ্ঝাবেগের
প্রশ্রয় ও প্রতিবিম্ব

জাহাজের ডাক



শুনি জাহাজের ডাক সুদূর বন্দরে,
ডাকে সারা রাত্‌।
সাড়া কেউ দেয়না'ত, ওরা ত ঘুমায়, তবে,
তুমি, আমি কেন বা অস্থির !

এখনো অনেক দেশ,
জানি, পদ-চিহ্ন-হীন ;
দুঃসাহসী নাবিকের লাগি,
অনেক প্রবাল-দ্বীপ
নারিকেল-গ্রীবা তুলি',
দিগ্বলয়ে নয়ন বুলায়।

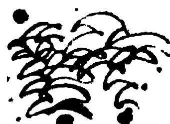
তবু, আর কত কাল, স্বর্ণ-মৃগ সম করি
পলাতক দিগন্ত-শিকার !
হৃদয় কুলায় চায় ;
পাহাড়ের মত ধ্রুব
চায় মন সীমান্ত-নির্ণয়।

উধাও সাগর পাখী
তারও ডানা বুজে এল
সুদুর্গম শৈল-চূড়া-নীড়ে।
এ তরণী কোন দিন
গভীর শিকড় মেলি
আবার হ'বে না ফিরে তরু ?

সম্রাট

জানালা রুধিয়া দাও,
জাহাজ ডাকিয়া যাক
স্নদূর বন্দরে।
দিগন্ত-পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে,
এস খুঁজি দুজনার চোখে।

সম্রাট



সমবায় সমিতির সদস্য,
বিরাট যৌথ কারবারের ভগ্নাংশের অংশীদার!
লাভের অংশ মেলে, আর ঘোচে দুর্ভাবনা।
সমবায়ে সুখ আছে আর আছে শান্তি
যত পারো গড়ো সমবায় সমিতি সুতরাং।
কিন্তু সাম্রাজ্যও যে চাই আমার।
তোমার আমার সকলের চাই সাম্রাজ্য।
শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট!
শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য।
বিধাতার সাথে সেই ত আমাদের চুক্তি!

একছত্র অধীশ্বর আমার সাম্রাজ্যের—
সে সিংহাসন থেকে আমায় চেওনা হটাতে;
সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,
তাহলেই বাধবে কুরুক্ষেত্র।

এখানো কুরুবর্ষ আছে পড়ে—অজেয় আত্মার অরণ্য পর্বত!
বেড়া দিয়ে তাকে জরিপ করা যায় না,
সমিতির শাসন মানে না সে সীমাহীন 'ষ্টেপি',
বশ মানেনা তার বন্য ঘোড়া!
সেখান থেকে শক হূণ তাতারের বন্যা
আবার আসবে নেমে,
ধুয়ে যাবে নগর, ভেসে যাবে সভ্যতা,
সমিতি আমার সাম্রাজ্য যদি না মানে।

তামাসা



তামাসাটা রেখো মনে,
ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাসা।
মেঘের রঙীন পাড় বুনেছে পড়ন্ত রোদ,
আর মাটির তরঙ্গ গিয়ে মিশেছে নীল দিগন্তে।
রাতের বৃষ্টি-ভেজা শহরে,
পথের খোদলে-খোদলে গ্যাসের আলো আছে জমে',
পিচের ওপর যাচ্ছে পিছলে।

ভাল লাগল বুঝি,
ভাল লাগল আকাশের তারা আর ঘাসের ফুল
আর তার চোখের সেই দীর্ঘ পল্লব
ঘন মেঘের মত যা রহস্য-ছায়া ফেলে
অতল তার চোখের হ্রদে!

কবে দেখেছ অসহায় শিশুর মুখ
পথের ধারে?
কবে, নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রাতে,
সান্ত্বনাহীন সেই কান্না কেঁদেছ, আত্মার পরাভবে,
শুধু যৌবন যা কাঁদতে পারে?
জেনেছ কোনদিন
অতর্কিত মৃত্যুর অসীম অতল হতাশা,
অর্থহীনতায় ভয়ঙ্কর?
এ সবই তোমার ভ্রান্তি শুধু
তোমার মরীচিকা!

তামাসা

বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে।
ছায়াপথ ছাড়িয়ে
অসীম আকাশ জুড়ে
নীহারিকা-পুঞ্জে তার অঙ্কের খেলা।

পথের ধারে বেড়ায় ঘেরা বিদেশী গাছ
যেদিন চমকে দেবে হঠাৎ পুষ্পিত আহ্বানে,
আর সাধ হবে যেদিন
তার কালো চুলে সমস্ত চেতনা ঢেকে দিতে,
ভুলো না সেদিন ইলেকট্রনের এই তামাসা।

তুমি ভালবাস আর কাঁদ
আর নিরুত্তর আকাশে পাঠাও
আত্মার নিরুদ্দেশ জিজ্ঞাসা ;—
বিধাতা ভাবেন শুধু ইলেকট্রনের গণিতে,
নির্বিকার নির্ভুল অঙ্কের হিসাবে।
মনে রেখো ইলেকট্রনের তামাসা !

কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো ?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল-জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি ;
আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এপিঠে

সম্রাট

মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,

নেশার রঙে টলমল

এই মুহূর্ত-বুদ্বুদ,

জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,

আনন্দ, বেদনা আর নিস্ফল এই

আত্মার আকুতি।

জানি, এ-পিঠে নেইক কোন মানে।

তবু কি হবে তলিয়ে দেখে

এই তামাসা!



হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোন দ্বীপপুঞ্জে।
তবু চিনি ঘাসের ঘাগরাপরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের ;
—বিদেশী টহল্‌দারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।
দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউএর হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।
মোহিনী পলিনেসিয়া!
মহাসাগরে ছড়ান
ভেঙে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন্ সুদূর সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ!
আমি জানি,
সমুদ্রের ঔরসে
প্রবাল-দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম!

সূর্যের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম,
আঁধার-বরণ সেই আফ্রিকাকেও জানি ;
—সৌখীন শিকারী আর পণ্ডিত-পর্যটকের চোখে নয়।

অরণ্য-চোয়ানো ঝাপসা আলোয়,
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া 'ফেল্ট'র চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধার-বরণ আফ্রিকা!
কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

সম্রাট

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর
দুর্বল ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই!
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার,
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই!
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

বন-পথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ!
কাপুরুষ সিংহত' মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

মেয়েদের চোখ আজ চকচকে ধারালো;
নেচে নেচে ঢেউ-তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেক্‌নাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

নীল কণ্ঠ

হে-ইঁডি হাইডি, হা-ই !
আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
ঘাসের ঘাগরায় দুরন্ত সমুদ্র-দোলা ?
কেমন ক'রে থাকবে ?
আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার !
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু !
আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া,
—ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা !

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র, তপ্ত, ঝাঁঝালো, মৃত্যুর স্বাদ,
সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে
যাদের জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।
ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ করা অরণ্যের জগতে
কি লাভ গড়ে' কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন করে' স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মত ?
অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ !

অনুবাদ



সে কাজের কি মানে হয়,
যে কাজে সমস্ত সত্তা না যায় ডুবে;
যে কাজে তন্ময় না হ'তে পারি!
যে কাজে না মগ্ন হ'তে পারো
সে কাজে মজা'ত নেই।
কোরোনা সে কাজ!

সত্যিকারের কাজ যখন মানুষ করে,
তখন মানুষ হয় নব-বসন্তের গাছের মত প্রাণের বেগে স্পন্দমান,
মানুষ তখন জীবনকে করে উপভোগ, শুধু কাজ ত সে করে না।
কাশ্মীরের উপত্যকায় পশম যারা বোনে,
দীর্ঘ মসৃণ পশমের সূত্র
বোনে দীর্ঘ মোলায়েম আঙ্গুলে,
দীর্ঘায়িত কালো চোখে তাদের গভীর প্রশান্তি,
প্রশান্তি তাদের স্তব্ধ তন্ময় অন্তরে—
তারা ঠিক ঋজু দীর্ঘ গাছের মত নয় কি?
—বসন্তে যে গাছ প্রসারিত করছে তার পত্রপুঞ্জ আকাশের পানে!
তারা জীবন্ত পত্রের শুভ্র কোমল জাল বুনে চলে;
গাছ যেমন করে' নবপল্লবে নিজেকে ঢাকে
তারাও তেমনি জড়ায় শুভ্র আবরণ তাদের গায়ে।

শুধু পশম নয়, বাড়িঘর, জাহাজ, জুতো, গাড়ি আর পেয়ালা
আর রুটি,
মানুষ সবই ত তৈরী করতে পারে সৃষ্টির আনন্দে,
যেমন আনন্দে শামুক জমায় তার খোলস,
আর পাখীরা নীড়ের ভেতর ভর দিয়ে তাদের বুকে খাওয়ায়
টোল,
আর মাটির তলায় আলু গড়ে তার গোল শেকড় ;
যেমন ক'রে গাছ ফোটায় ফুল আর ফলায় ফল !
—নির্মাণ সেত নয়, সে হল রচনা, সে হ'ল আনন্দের
আত্মপ্রসারণ !
এমনি ক'রে আবার নতুন করে মানুষের
নগরও বেড়ে উঠতে পারে,—
কর্মমত্ত মানুষের দেহ থেকে যেন উদ্যান হয়েছে সৃষ্টি ।

যেদিন তাই হবে সেদিন মানুষ সব যন্ত্র ভেঙে ক'র্‌বে
চুরমার !
গাছের মত নিজের রচিত পল্লবে নিজেকে আবৃত করার উৎসাহে,
বাস করার আনন্দে মৌমাছির মত নিজের মধুচক্রে,
নিজের হাতে ফোটান পুষ্পের মত সুকুমার পাত্র থেকে
পান করার উত্তেজনায়
সেদিন মানুষ সব যন্ত্রই ক'রবে বাতিল ।

—লরেন্স



আরো তলায় দাও ডুব,
প্রেমের এই জগতেরও তলায়।
আত্মার অতলতার কি সীমা আছে!
উপরে তৃণাস্তীর্ণ পৃথিবী,
কিন্তু অন্তরে, আত্মার গহন কেন্দ্রে আছে শিলা,
—গলিত উত্তপ্ত শিলা,
তবু জমাট তবু শাশ্বত!

সেই গহন রহস্যে নেমে এস নারী,
আপনাকে একবার হারাও,
হারিয়ে ফেল আমাকে ;
হারাও তোমার এই একান্ত প্রেমাস্পদকে,
—হৃদয়ে যে তোমার তোলে উন্মত্ত আলোড়ন।

জীবনের বিরাট কক্ষ-পথ কোথায় গিয়েছে বেঁকে
দেখ চেয়ে!
গিয়েছে অর্ধবৃত্ত পথে নেমে,
ডুবেছে আত্মার গহন অতলতায়
গূঢ় গাঢ় অন্ধকারে।
এবার এস পরস্পরের একবার হই আড়াল,
ভাঙি এই চেতনার আয়না
যা কেবল ফিরে ফিরে করে,
পরিচিতের পুনরুক্তি,
আর আড়াল ক'রে রাখে দিগন্ত

সংক্রান্ত

শোন নারী,

আত্মার সেই গহন কেন্দ্রে আছে কি কোন মণি,

—আকাশবর্ণ নীলকান্ত ?

আমাদের সঙ্গমে,

আমাদের সঙ্ঘর্ষে

গলিত শিলার জঠরে

জ্ব'লে কি ওঠেনি নিষ্ঠার নীলবর্তিকা ?

নীলা কি হয়নি সৃষ্টি ?

না যদি হয়ে থাকে

তবে এবার দাও বিদায়।

কি হবে ভালবাসার ভাণে ?

পৌষকে কি ঠেলে ফাগুন করা যায় ?

অবেলার প্রেম,

সবচেয়ে এই বেলা শেষের প্রেম, এ'ত শুধু ছেলেখেলা।

কি হবে লোক হাসিয়ে ?

তুমি যদি তবু কর মিনতি

আমি বিদায় নেব নারী !

ডুবে দেখ নারী,

একবার দেখ ডুবে

স্মৃতির অতীত আত্মার অতলে।

রহস্যময় সেই অন্ধকারে

স্পন্দিত হচ্ছে হয়ত তোমার আদিম অপরূপ

অজানা হৃদয়

—গভীর উপলব্ধির মণিদীপ্ত হৃদয়—

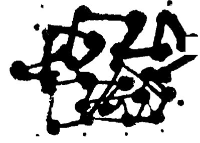
প্রেম

ভাবছ যাকে ভালবাস
তারই গহন হৃদয়ের ছন্দে হচ্ছে স্পন্দিত !
তা যদি না হয় তবে যাও।
মুকুর হাতে কি হবে বসে থেকে
জীর্ণ জীবনের প্রান্ত ধ'রে ?
কি হবে প্রেমের অভিনয়ে ?

এ'ত নয় প্রেম
এ তোমার নিজের প্রতি অনুরাগ।
আর বসন্তের ফুলের মত তোমার যে সত্তা গেছে
শুকিয়ে ম্লান হয়ে,
তারই প্রতি দুর্বল এই মোহ !
কাল যাকে স্পর্শ করে না,
সেই নকল ফুলের মিথ্যা জৌলুষ আমি চাইনা।
গলিত শবের চেয়ে দুঃসহ তার গ্লানি।

—লরেন্স

দেবতা



দেবতা চাই, আবার চাই দেবতা।
মানুষ দেখে দেখে হয়রান হলাম,
হয়রান হলাম মোটরে!

তা ব'লে, দীর্ঘশ্মশ্রু, জবরদস্ত দেবতা আর চাইনা,
চাইনা বিবর্ণ চিরকুমার দেবতা,
—পিতৃত্ব যার বিভীষিকা।

ইন্দ্রের মত লোভী আর ভোগী দেবতাও নয়,
নয় মথুরার মুরলীধর কৃষ্ণ
—প্রেম যার ব্যবসা!

আমাদের অন্য কিছু চাই
চাই নূতন দেবতা!

কেশরজালে যার দিগন্ত হ'ল আচ্ছন্ন,
তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার ফাঁকে ঝলসাল বিদ্যুতের মত জিহ্বা,
সেই ভয়াল নৃসিংহ-মূর্তিকে ছাড়িয়ে,
ছাড়িয়ে সেই ক্ষিতি-বিদার বিরাট বরাহ,
আদিম পঙ্কিল পৃথিবীর সেই মহাকূর্মকেও
অতিক্রম করে,
প্রলয়-প্লাবনে যে মৎস্য তার শৃঙ্গে রাখল সৃষ্টি
তাকেও পিছনে ফেলে,
চল দেবতার সন্ধানে।
অন্য দেবতা চাই।

নদীরা যেখানে সমাপ্ত হ'ল,
হারিয়ে গেল জলায়,
সেখানে ওড়ে বন্য মরাল ;
—ওড়ে গভীর কুজ্ঝটিকার ঊর্ধ্বে,
আর তার দীর্ঘ গ্রীবা বেয়ে ওঠে
অন্ধকারে অপরূপ ধ্বনি,
—ওঠে পরম সঙ্গমের ডাক ।

সেই যে কুজ্ঝটিকা,
যেখানে ইলেক্‌ট্রন্‌ চলে আপন খুশিতে
দেয়না খেয়ালের জবাবদিহি,
যেখানে অদৃশ্য শক্তিতে পড়ে পরমাণুর গিঁট
আবার আপনি যায় খুলে,—
সেই যে বিষম কুয়াশার
জড়ানো, জট্‌পাকানো আবছায়া দেশ,
যেখানে কুয়াশার জটের সঙ্গে
কুয়াশার জটের লাগছে ধাক্কা,
ফেটে পড়েছে আরো কুয়াশায়
কিম্বা পড়ছেনা,—
সেই বিজ্ঞানাতীত শক্তির কুজ্ঝটিকার
অন্তরাল থেকে চাই দেবতা !

সম্রাট

তবে শোন,
স্বষ্টিমূল বিধাতা যেখানে ভাসছেন
পরমাণুর অন্তর্লীন কুজ্ঝটিকায়,
ভাসছেন ইলেকট্রন্ আর পসিট্রন্
আর বিজ্ঞানাতীত কুয়াশার ঘূর্ণিতে
বন্য মরালের মত,
সেখান থেকেই আসছে এই ধ্বনি,
—অপরূপ মরাল-কণ্ঠ-নিক্কণ,
যা কাঁপছে আমার নাভিপদ্মে
সঞ্চারিত হচ্ছে আমার সত্তায়

বিজ্ঞানের অতীত সেই তমিস্রায়
আমি তাঁর পক্ষধ্বনি শুনি,
শুনি বিশাল পক্ষসঞ্চালনের
গুরু গুরু মৃদঙ্গ রোল,
আর তাঁর হিম-শীতল মৃৎ-মলিন পায়ের
স্পর্শ পাই আমার মুখে !

তিনি চলেছেন, অন্ধকারে অজানা রমণীর খোঁজে
চলেছেন স্বপ্ন-সঙ্গমে ;
সুষুপ্তির মাঝে রমণীরা যাতে উঠবে আঁতকে !
দেবতা ! দেবতা কি চাই ?
যেখানে রমণী, সেখানে চলেছে মরাল !

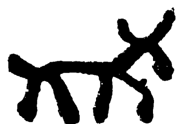
দেবতা

কি ভাবছ বৈজ্ঞানিক ?
কার তুমি হ'তে চাও জনক ?
উৎসব কর, আমার আত্মা,
এবার শিশুর বদলে জন্মাবে হংস-শাবক্,
—দুরন্ত বন্য কারণ্ডব !

রমণীর গর্ভে জন্ম নেবে বন্য মরাল,
প্রলয়-পয়োধি যে সাঁতরে হ'বে পার
যে প্রলয়ে সব মহানগর যাবে ডুবে,
ডুবে যাবে মোটর-মুখরিত এই সভ্যতা !

—লরেন্স

বিশ্লেষণ



কঙ্কাল হ'তে কর বিশ্লিষ্ট কৃপাণে দেব,
মহীরুহ সম দাঁড়াক ভয়াল নগ্নতায়।
সমুৎক্ষিপ্ত অরণ্য যারে, করে উধাও,
সে-হৃদয় মোর, হেরি' তাহা হোক্ চমৎকৃত।

শোণিত হইতে কর বিযুক্ত ; আঁধারে শুনি,
পিতামহদের প্রাচীন লোহিত যে মহানদী,
পাতাল-বাহিনী বহুমুখী স্রোতে
সাগরে মেশে,
—গহন তিমিরে তবু সবিতারে, না দেখে কভু !

ঐন্দ্রজালিক আঁখি দাও মোরে ; দেখি নয়ন,
—উতরোল নদী জীবন্ত হ'ল মাঝারে মোর ;
স্ফটিক দারুণ !
যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান,
তারো চেয়ে যাহা কল্পনাতীত, অবাস্তব !

আত্মা হইতে কর বিভক্ত ; হেরিব মোর
রুধিরস্রাবী ক্ষতমুখ-সম যত না পাপ,
দুঃসাহসিক জীবন-স্পন্দ !
নিজেরে যাহে,
উদ্ধার করি, পথের অচেনা পথিকে যথা ॥

—চেষ্টারটন্

রাত্রি

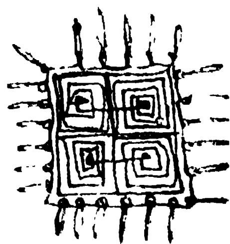


রাত্রি এল ঝাঁপিয়ে,
        যেন রূপালী ধূমল চিতা
        —তারকা-চিত্রিত স্তব্ধতা-মসৃণ!
তিন্‌টি দ্বার ছিল খোলা
        তবু আলোর ফাঁক গেল এঁটে
ফাঁদের মতন ;—
        স্তব্ধতা একটা ঝঞ্ঝনা!

প্রেত-পাণ্ডুর তারার
        সেই চিতা-আকাশের তলায়
দীর্ঘ গুমোটের রাত আমি দুঃস্বপ্নের সঙ্গে যুঝলাম।
মৌন অতিকায় স্বপ্ন,—
যুদ্ধহীন জয় গৌরবের, নিঃশব্দ ভেরীর
        আর স্তব্ধ ঘণ্টার ;—
ম্লান রাজ-সমারোহ গেল চলে
        আমার সমুখ দিয়ে,
—শিরস্ত্রাণ আর শৃঙ্গ-কিরীট
        আর বিপুল পুষ্পমাল্য!
বিচিত্র তাদের নিশান উর্ধ্ব আকাশে ঝোলান,
        বিশাল তাদের ঢাল যেন মৃত্যুর দ্বার!

—চেষ্টারটন্

স্টেশন



বৃত্তাকার এই যে বিশ্ব,
মানুষ যার বিধাতা,
তারও আছে সূর্যলোরা,
সবুজ, সোনালী, লাল ;
আর আছে ঘন ধোঁয়ার মেঘ-লোক,
কুণ্ডলিত স্তরে স্তরে
যা, সুদূর লৌহাকাশ রাখে ঢেকে।

হায় বিধাতা !
নিজেদের দাম কবে আমরা দেব !
যুগান্তরের আগে দেখব কোন এক মুহূর্তে,
বন্যা ও বহ্নির গর্জমান তুরঙ্গ-বাহনে
ঘূর্ণায়মান মানুষের এই দৃপ্তরূপ !

কিম্বা
আবার বুঝি নিয়তি
সেই ধূসর প্রহসন করবে অভিনয়,
রইবে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষায়,—
ধ্বংসের শ্মশানে
কবে কে এই ভগ্নস্তূপকে করবে প্রশ্ন,
—"কোন্ সে কবির জাত
তারকালোভী এই বিরাট খিলান
এখানে তুলেছে ?"

—চেষ্টারটন্